ড. শায়খ আলি তানতাবি

নির্বাচিত বয়ান ও প্রবন্ধের সংকলন

উম্মাহর প্রতি আহ্বান

নির্বাচিত বয়ান ও প্রবন্ধের সংকলন

উম্মাহর প্রতি আহ্বান

মূল : ড. শায়খ আলি তানতাবি

অনুবাদ : মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২০০, US $ 12, UK £ 9

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90473 3 9

Ummahr Proti Ahban
by **Dr. Sheikh Ali Tantawi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

আমার মা। আমার পৃথিবী। সারা জীবন ভালোবাসার চাদরে আবৃত করে রেখেছেন। আদর, শাসনে গড়ে তুলেছেন ছোটকাল থেকে।

মা, আল্লাহ তোমার ছায়া আমাদের পাঁচ ভাই ও দুই বোনের ওপর দীর্ঘ করুন।

—অনুবাদক।

প্রকাশকের কথা

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক কোনো ধর্মের নাম নয়। অন্যান্য ধর্মে মানুষ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করে না; ধর্ম থাকবে গির্জা ও মন্দিরে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ ধর্ম পালন করতে চাইলে তার জন্য গির্জা বা মন্দির রয়েছে; কিন্তু ইসলাম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেননা, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নাম। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয়—সব সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে।

রাসুল ﷺ-এর আগমনের পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা আপনি চিন্তা করুন, ইতিহাস সে যুগকে আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ বলে স্মরণ করে। মুহাম্মাদ ﷺ হেরা গুহা থেকে যে আলো নিয়ে বেরিয়েছিলেন, সে আলোর বিভায় মাত্র কয়েক বছরে শুধু আরব আলোকিত হয়েছে এমন নয়; বরং মাত্র ৩০ বছরের মাথায় অর্ধপৃথিবী সে আলোয় আলোকিত হয়েছে।

তখনকার পৃথিবীর পরাশক্তি রোম-পারস্যের কথা বলুন। তারা ইসলামের বিজয়যাত্রা থামাতে প্রাচীরের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু সত্যের ঝান্ডাবাহী কাফেলার সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে। পৃথিবীর অজেয় দুর্গ কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের পাদদেশে গিয়ে আছড়ে পড়েছে ইসলামি কাফেলা। বসফরাস প্রণালির শিকল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহের সামনে; কিন্তু হকের পতাকাবাহীদের থামানোর সাধ্য কার? পাহাড়ের উপরে জাহাজ উঠিয়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে তিনি রোমানবাহিনীকে পরাজিত করেন। আয়া সুফিয়ায় তখন থেকে উচ্চারিত হতে শুরু করে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা।

এর পরের ইতিহাস করুণ। মুসলমানরা ভুলে গেল তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত। মুসলিমদের নাম শুনলে যারা থরথর করে কাঁপত, এই তাদের হাতে আমরা বেধড়ক মার খেতে শুরু করলাম। হারাতে থাকলাম একের পর এক রাজ্য। একপর্যায়ে পবিত্র ভূমি বায়তুল মাকদিসও আমাদের হাতছাড়া হলো।

আমরা কি আমাদের হারানো অতীত আবার ফিরিয়ে আনতে পারব? পারলে কী

করতে হবে আমাদের? এ বিষয়ে হৃদয়ের অশ্রু কলমের কালিতে ফুটিয়ে তুলেছেন মুসলিমবিশ্বের কিংবদন্তি লেখক ড. শায়খ আলি তানতাবি রাহ.। *উম্মাহর প্রতি আহ্বান* নামে যা আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। 'কালান্তর প্রকাশনী' থেকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটি প্রথমে *আলোর মিনার* নামে প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু নামের কারণে গ্রন্থটির গুরুত্ব পাঠকের কাছে স্পষ্ট ছিল না, তাই *উম্মাহর প্রতি আহ্বান* নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। তা ছাড়া গ্রন্থটি পাঠ করলেও পাঠক নামের যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

দীর্ঘদিন গ্রন্থটি বাজারে ছিল না। অনেকেই এটির জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। আশা করি গ্রন্থটি পড়লে আপ্লুত হবেন, উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। এটি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। ভাষা আরও সাবলীল করা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থটি যেহেতু সর্বস্তরের মানুষের জন্য উপকারী; বিশেষত দায়ি, খতিবদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় আয়াত ও হাদিসের আরবি দেওয়া হয়েছে। ঘাঁটাঘাঁটি করে হাদিসের রেফারেন্সসহ প্রয়োজনীয় রেফারেন্সও দেওয়া হয়েছে। যদিও কলেবর কিছুটা বেড়েছে; কিন্তু এতে পাঠকের অতিরিক্ত সময় ব্যয়ে এগুলো খুঁজতে হবে না। পাশাপাশি কিছু টীকাও সংযোজন করা হয়েছে, নতুন করে বিন্যাস করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে জানালে কৃতজ্ঞ হব। সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। এ সংস্করণের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, আলী আহমদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত ও মুতিউল মুরসালিন। আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

প্রশংসা শুধু তাঁরই, যিনি মুসলমান মা-বাবার কোলে আমাদের জন্ম দিয়েছেন। দুরুদ ও সালামের ফল্গুধারা প্রবাহিত হোক দুজাহানের সরদার মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

ইসা আ. পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার কয়েকশ বছর হয়েছে। পৃথিবীকে ঘিরে নিয়েছে নিকষ অন্ধকার। মনুষ্যত্ববোধ বলতে কোনো জিনিস ধরণিতে নেই। সর্বত্র পশুত্বের জয়জয়কার। বায়তুল্লাহে স্থান পেয়েছে মূর্তি! সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলার উপাসনা করার মতো কেউ নেই পৃথিবীতে। ভ্রষ্টতার অতলে ডুবে আছে সবাই।

তখন মা আমেনার কোলজুড়ে নেমে এল একটি আলোর রেখা। নিকষ আঁধারে তিনি জ্বালিয়ে দিলেন আলোর বাতি। অন্ধকারে খেই হারিয়ে ফেলা মক্কার মুশরিকরা তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। শুরু হলো অত্যাচার; কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন। আল্লাহর বাণী প্রচার করতে থাকলেন নির্বিরাম। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল তাঁর অনুসারীর সংখ্যা। হতোদ্যম হয়ে তারা তাঁকে হত্যার নীলনকশা করল। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এল, 'হে নবি মুহাম্মাদ, মক্কায় আর থাকা যাবে না, হিজরত করে মদিনায় চলে যান।'

এরপর রচিত হয়েছে ইতিহাস। মদিনা থেকে ইসলামের আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। তখনকার পৃথিবীর পরাশক্তি রোম ও পারস্য মুসলমানদের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে। একপর্যায়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনে উড্ডীন হয়েছে ইসলামের বিজয়কেতন। হিজরতের ৩০ বছরের মাথায় উমর রা. অর্ধপৃথিবী শাসন করেছেন।

এভাবে কেটেছে কয়েকশ বছর। আমাদের অলসতার কারণে কাফিররা মাঝেমধ্যে আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করেছে; কিন্তু বার বার মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম, কুতায়বা ইবনু মুসলিম, সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ, সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি, সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সুলতান সাইফুদ্দিন

কুতুজ, সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স, সুলতান সুলায়মান, সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগির, সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহদের তরবারি গর্জে উঠেছে। আমাদের গাফলতিতে প্রিয় বায়তুল মাকদিস তারা দখল করে ফেলেছিল; কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী মুসলিম বীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স পুনরায় তাদের নাপাক দখল থেকে উদ্ধার করেছেন।

কামাল আতাতুর্কের গাদ্দারির মাধ্যমে উসমানি খিলাফত বিলুপ্ত হয়। এর পর থেকে মুসলমানরা পৃথিবীতে মার খেয়েই যাচ্ছে। পবিত্র ভূমি বায়তুল মাকদিস অভিশপ্ত ইয়াহুদিরা প্রায় ৯০ বছর থেকে দখল করে আছে। আফগান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশমির, আরাকান, সিরিয়া, মিসর, উইঘুর, ও বসনিয়ায় মুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছে। মুসলমান মা-বোনদের আর্তচিৎকারে খোদার আরশ কেঁপে উঠছে। তবু আমরা গাফলতির চাদর মুড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছি। আইলানদের নিথর দেহ সাগরে ভাসতে দেখে আমাদের অনুভূতিতে ধাক্কা লাগে না। আফিফা সিদ্দিকাদের রক্তমাখা চিঠিও আয়েশি ঘুম থেকে আমাদের জাগাতে পারে না।

আমরা ছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। এখন কেন সবচেয়ে অসহায় জাতিতে পরিণত হলাম? যে জাতির সামনে রোম ও পারস্যের মতো পরাশক্তি লুটিয়ে পড়েছিল, সে জাতি গুটিকতেক অভিশপ্ত ইয়াহুদির হাতে যুগের পর যুগ কেন মার খেয়েই যাচ্ছে? আমরা কি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারব? যেতে হলে কী করতে হবে আমাদের—জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে ড. শায়খ আলি তানতাবির অশ্রুমাখা লেখাগুলো।

আলি তানতাবির লেখার সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। 'কালান্তর প্রকাশনী'র প্রকাশক বড় ভাই মাওলানা আবুল কালাম আজাদ একদিন দাবি করে বসলেন, আলি তানতাবির একটি গ্রন্থ অনুবাদ করে দিতে হবে। এর পরই *নুর ওয়া হিদায়াত* নামে মূল্যবান নসিহতমালা অনুবাদের ইচ্ছা করলাম। স্বল্পদিনে আল্লাহর রহমতে অনুবাদও শেষ হয়ে যায়। অনুবাদ করতে গিয়ে অবাক হয়েছি। তিনি কত অনায়াসে একটি বিষয়ের গভীরে পৌঁছে সেটাকে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন।

আবরার বিন কুতুবুদ্দীন

সূচি

ইবাদতের মৌসুম	১৩
এটিই হলো দলিল	১৮
পরকালের প্রস্তুতি	২৪
আল্লাহর সামনে	২৮
সালাতের দিকে এসো	৩৪
নবুওয়াতের উদ্যান থেকে	৩৯
লাভজনক ব্যবসা	৪৪
আল্লাহ ভাগ্যে কী রেখেছেন	৪৬
হিদায়াতের পথ	৫০
ইমান সাহায্যকে ত্বরান্বিত করে	৫২
আল্লাহ মহান	৫৬
যে দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত	৬০
হে আল্লাহ	৭০
ইমানের স্বভাব	৭৫
সিরাত থেকে শিক্ষা	৮০
দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যভাগে	৮৮
কুমন্ত্রক ও নিন্দাকারী নাফস	৯১
রিজিক নির্ধারিত তবে আমল ওয়াজিব	৯৭
হজের সফর	১০৬
বুলদান শহরের বেদুইনের গল্প	১১২
সালাতের প্রাণ	১১৬
তাওবাকারীরা কোথায়	১২০
শান্তির পথ	১২৭
একটি প্রশ্নের উত্তর	১৩৩

এটিই একমাত্র রাস্তা ১৩৭
ফিতরাত কি মানুষকে দীনের দিকে পথপ্রদর্শন করে ১৪১
প্রিয় রাসুল ﷺ ১৪৪
সঠিক নিয়ত কল্যাণের মূল ১৪৯
আমরা কি মুমিন ১৫৫
হে গুনাহগার ১৫৯
তাওবা ১৬৪
দুনিয়া ও আখিরাতের পথ ১৭০
হে যুবক ১৭৯
জন্মবার্ষিকী ১৮১
আয়া সুফিয়া ১৮৫
যুদ্ধ ও ইমান ১৯৩

ইবাদতের মৌসুম

চাষাবাদের একটা মৌসুম থাকে। ব্যবসারও আলাদা মৌসুম আছে। মাদরাসায় পড়াশোনারও মৌসুম আছে। যখন খেতখামারের সময় আসে, চাষিরা তখন বাজার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। ফসলের জমিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসার নির্দিষ্ট সময় যখন আসে, ব্যবসায়ী তখন সকাল-বিকাল দোকানে অবস্থান করে। মাদরাসায় যখন পরীক্ষার সময় আসে, ছাত্ররা তখন গল্পগুজব, অহেতুক কাজ বাদ দিয়ে বইয়ের পাতায় ডুবে যায়; আর ইবাদতের মৌসুম হলো রমজান মাস।

চাষি যদি চাষের সময়ে অলসতার চাদর মুড়িয়ে দিয়ে বসে থাকে, তাহলে ফসল তোলার সময় খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হবে। দুনিয়া হলো আখিরাতের চাষের জায়গা। সুতরাং পৃথিবী নামক চাষের জমিতে ভালো করে ফসল রোপণ করো—কিয়ামতের দিন সে ফসল যেন নিজের ঘরে তুলতে পারো। ব্যবসায়ী যখন লাভের আশায় গলদ্‌ঘর্ম হয়ে খাটে, তখন সে লাভবান হয়। এটাই হলো সফল ব্যবসা। আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ [1]
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
○ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? সেটা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমরা

তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থল জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদের দেবেন। এটিই মহা সাফল্য। তিনি আরও একটি অনুগ্রহ করবেন, যা তোমরা পছন্দ করো—আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদের এই সুসংবাদ দিন। [সুরা সাফ : ১০-১৩]

পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সাথিদের কাছে লজ্জিত হতে হবে—এই ভয়ে যদি ছাত্র পড়াশোনা করে, তাহলে জেনে রাখুন, আমাদের সামনে রয়েছে মহা পরীক্ষা। দুনিয়ার পরীক্ষায় ছাত্রের ফল যদি খারাপ হয়, তাহলে পরের বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে ফল ভালো করার সুযোগ থাকে; আর কিয়ামত-দিবসে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হবে সৃষ্টিকুলের সামনে। সে ফল শুনবে মানুষ ও জিন সকলেই। ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে—অমুকের ছেলে অমুক সফল হয়েছে, রহমতের ফেরেশতারা তখন তাকে বেষ্টন করে অভিবাদন জানিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ঘোষণা করা হবে—অমুকের ছেলে অমুক দুনিয়ার পরীক্ষায় ফেল করেছে, শাস্তির ফেরেশতারা তখন তাকে অভিশাপ দিতে দিতে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। বিচার-দিবসে দুর্দশার কথা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ○ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾

হে নবি, আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য উপর ও নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে বলেন, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় করো। [সুরা জুমার : ১৫-১৭]

আপনি কি জানেন 'তাকওয়ার' অর্থ কী? অনেকেই জানে না। তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ বেঁচে থাকা। এ জন্য আয়াতে 'ইত্তাকু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'তোমরা শাস্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করো।'

কীসের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচব—কুরআনের মাধ্যমে। মহাগ্রন্থ

আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রমজান মাসে। এ জন্য রমজান হলো কুরআন তিলাওয়াত ও অনুধাবনের মাস।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

> مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ
>
> কিছু লোক কোনো ঘরে যদি সমবেত হয়ে হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর শিক্ষা দেয়, তখন তাদের ওপর আল্লাহর দয়া অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদের বেষ্টন করে ফেলে। ফেরেশতারা তাদের ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ্ তাঁর কাছের ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।[১]

আপনি কি এটা পছন্দ করেন না যে, পেরেশানি দূর হয়ে প্রশান্তিতে ভরে উঠুক আপনার অন্তর—তাহলে তিলাওয়াত করুন মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

আপনি কি চান আল্লাহর রহমত আপনাকে বেষ্টন করে রাখুক, তাহলে তিলাওয়াত করুন মহাগ্রন্থ আল কুরআন। পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষা দিন। আল্লাহর রহমত যাকে বেষ্টন করে রাখবে, সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

আপনি যদি পছন্দ করেন যে, দুষ্ট শয়তান ও জিনের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকুন এবং ফেরেশতারা হোক আপনার সঙ্গী, তাহলে তিলাওয়াত করুন মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

পৃথিবীতে মানুষ প্রসিদ্ধির জন্য কত কিছু করে। সবার সুপ্ত বাসনা থাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ুক তাদের নাম; আর যারা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং শিক্ষা দেয়, আসমানের অধিবাসীরা তাদের চিহ্নিত করে নেন। আল্লাহর নিকটবর্তী যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাছে আলোচিত হতে থাকে এমন ব্যক্তিদের নাম। আপনি যদি এই বিরল সম্মান অর্জন করতে চান, তাহলে কুরআন তিলাওয়াত ও এর শিক্ষাদীক্ষায় মনোনিবেশ করুন।

প্রিয়, আখিরাতের জন্য যে সঞ্চয় করতে চায়, তার জন্য রমজান উপযুক্ত সময়। আখিরাতে যারা সফল হতে চায়, রমজান হলো তাদের জন্য ব্যবসার মৌসুম।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৬৯৯।

আখিরাতের পরীক্ষায় যারা সফল হতে চায়, রমজান হচ্ছে তাদের পূর্ণ প্রস্তুতির সময়। যদিও গাফিলরা শুধু চোখের সামনের বস্তু দেখে। দুনিয়ার জীবনকেই তারা সবকিছু মনে করে। শরিয়তের চোখ দিয়ে যদি সে সামনে তাকাত, তাহলে দেখত পথ অনেক দীর্ঘ। সফর অনেক দূরের। পৃথিবী জীবনসফরের একটা সাধারণ ক্ষেত্র। এটা চিরস্থায়ী জীবন নয়। আমরা হলাম এমন মুসাফিরের মতো, যেন প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে সফর করছি। মাঝপথে বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়েছি; কিন্তু বোকা লোক ধারণা করে বসে আছে রাস্তা শেষ হয়ে গেছে! সে তার খাবার খেয়ে ফেলল। বাহন ছেড়ে দিলো। সফরের জন্য আর কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করল না। পরে কাফেলা যখন পুনরায় সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে চলতে শুরু করল, তখন সে একাকী পেছনে রয়ে যাবে এবং দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে হয়তো হারিয়ে যাবে গহীন অরণ্যে। পিপাসায় কাতর হয়ে ধুঁকে ধুঁকে বিদায় জানাবে পৃথিবীকে। বুদ্ধিমান হলো সেই ব্যক্তি, যে আগেই জেনে নিয়েছে যে, এখানে কাফেলা কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করছে। বিশ্রামের পর আবার রওনা হবে গন্তব্যপানে। এ জন্য পর্যাপ্ত পাথেয় প্রস্তুত করে রাখে, যাতে সফরের সময় কষ্ট না হয়।

দুনিয়ার জীবন কতটুকু দীর্ঘ—৭০, ১০০ অথবা ১৫০ বছর। এরচেয়ে বেশি কি কেউ বেঁচে থাকে? আখিরাতের তুলনায় ১৫০ বছর কতটুকু দীর্ঘ? নুহ আ. তো হাজার বছরের মতো শুধু উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। তা ছাড়া পৃথিবীর ১ হাজার বছর আখিরাতের একদিনের সমান; বরং আখিরাতের একদিন পৃথিবীর ৫০ হাজার বছরের সমান হবে।

আমরা আখিরাত ভুলে কোথায় আছি? দুনিয়ার অহেতুক কাজে আমরা ডুবে আছি। মৃত্যুর পর দুনিয়ার কিছুই থাকবে না। আমরা দেখি, প্রতিদিন আমাদের সামনে লাশের মিছিল; কিন্তু আমরা মনে করি মৃত্যু আমি ছাড়া বাকি সবার জন্য। আমরা দেখি, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সারি সারি কবর; কিন্তু এ কথা ভাবি না যে, একদিন আমাকেও কবরে যেতে হবে।

আমরা মৃত্যু সম্পর্কে বেখবর, যদিও মরতে হবে একদিন। মৃত্যুর পর প্রত্যেক আমলের চুলচেরা হিসাব হবে। কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে আমলের খতিয়ান। ছোটবড় কোনো আমল বাদ পড়বে না সে দিন। এসব দেখে বান্দা তখন বিস্মিত হয়ে যাবে। তাকে বলা হবে, 'তোমার আমলনামা পড়ো। আজকে সাক্ষী হিসেবে এই আমলনামাই যথেষ্ট!' [সুরা বনি ইসরাইল : ১৪]

বান্দা যখন কৃতকাজের কথা অস্বীকার করবে, আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দেবেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন সাক্ষ্য দেবে। হাত সাক্ষ্য দেবে চুরির। পা সাক্ষ্য দেবে তার দ্বারা হারাম কাজ করতে হেঁটে যাওয়ার। চোখ সাক্ষ্য দেবে হারাম বস্তু দেখার। লজ্জাস্থান সাক্ষ্য দেবে হারাম পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করার। কান সাক্ষ্য দেবে তাকে ব্যবহার করে হারাম কী কী শুনেছে।

বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। টেলিভিশনে আপনি রেকর্ড করা কথা পুনঃপ্রচার হতে দেখেন। টেলিভিশন আগের কথা এবং কাজের সাক্ষ্য দেয়। এটা তো পৃথিবীর উপমা, আল্লাহর দেওয়া বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে মানুষের আবিষ্কার। কিয়ামতের দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বলা ও সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি কি এরপরও আপনি অস্বীকার করবেন?

সুতরাং ফিরে আসুন। রমজানকে ইবাদতের মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান করুন, যাতে আমরা সে-সকল মানুষের সঙ্গী হতে পারি, যাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। ফেরেশতারা যাঁদের বেষ্টন করে রাখেন, যাঁদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে আলোচনা করেন।